72

দৈনিক বাংলা

তারিখ 17 JUL 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক বাংলা

ঢাকা : সোমবার, ২রা শ্রাবণ, ১৩৯৬ : ১৭ই জুলাই, ১৯৮৯

জাতীয় ক্রীড়ানীতি

গত বুধবার জাতীয় ক্রীড়ানীতি ঘোষণা করা হয়েছে। দেশের খেলাধুলার সার্বিক উন্নয়ন এই নীতির লক্ষ্য। ক্রীড়ানীতিতে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের শরীর চর্চা ও খেলাধুলা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এর জন্য পাঠক্রমে একশত মার্কের ঐচ্ছিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে।

সরকারের এই ক্রীড়ানীতিকে আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। এটাই এদেশের প্রথম ক্রীড়ানীতি। স্বাধীনতার পর এতদিন ধরে বিভিন্ন মহল বিশেষ করে খেলাধুলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মহল একটি ক্রীড়ানীতির জন্য যে দাবী জানিয়ে আসছিলেন তা এতদিনে পূরণ হল। আমাদের মতো একটি দরিদ্র দেশ যাতে খেলাধুলায় এগিয়ে যেতে পারে, সাফল্য অর্জন করতে পারে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে তার জন্য একটি ক্রীড়ানীতি যথার্থই অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। বস্তুত একটি কালোপযোগী ক্রীড়ানীতি ছাড়া বর্তমান যুগে খেলাধুলার ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধন দুঃসাধ্য গত কয়েক বছরে সরকার খেলাধুলার ওপর বিরাট গুরুত্ব আরোপ করেছেন, এর ফলে বিভিন্ন খেলাধুলায় আমরা অনেকটা এগিয়ে গেছি, কতিপয় আন্তর্জাতিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে সাফল্য অর্জন করেছি। কিন্তু এই সাফল্যকে অব্যাহত রাখতে হলে এবং ভবিষ্যতে অধিকতর সাফল্য অর্জন করতে হলে খেলাধুলার ওপর কেবল গুরুত্ব আরোপ করলেই হবে না অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এগোতে হবে। কোন খেলার ওপর কতটা গুরুত্ব আরোপ করতে হবে এবং কোন পর্যায় থেকে খেলাধুলা শুরু হবে তার সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত প্রয়োজন।

প্রথম জাতীয় ক্রীড়ানীতিতে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শরীরচর্চা ও খেলাধুলা বাধ্যতামূলক করার যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে আমরা এটাকে সঠিক বলে মনে করি। যেকোন শিক্ষাই শৈশবে শুরু করা প্রয়োজন এই কথাটি স্মরণ রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বিদ্যালয়ের শিক্ষা শুরু করার পাশাপাশি যদি খেলাধুলায় হাতে খড়ি দেয়া না হয় তাহলে খেলাধুলায় কেউ বেশি এগোতে পারে না। তাতে সাফল্যও আসে না।

একথা ঠিক যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে খেলাধুলা শিক্ষা দিলেই ছাত্রছাত্রীরা সবাই খেলোয়াড় কিংবা ক্রীড়াবিদে পরিণত হবে না কিন্তু যাদের মধ্যে কমবেশি প্রতিভা আছে তাদের সহজেই চিহ্নিত করা যাবে এবং তাদের অধিকতর অনুশীলনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। অন্যদিকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শরীর চর্চার ফলে ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান নিশ্চিত করা যাবে। আমরা তাই সরকারের এই ক্রীড়ানীতিকে মোবারকবাদ জানাই এবং এর সাফল্য কামনা করি।